সর্প হয়ে দংশে আর ওঝা হয়ে ঝাড়ে

চারণ

কথাশিল্পী বনফুলের একটি ছোট গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। অনেকদিন আগে গল্পটি পড়েছিলাম। গল্পের নাম মনে নেই। তবে বিষয়বস্তু বা বক্তব্যটা বেশ পরিষ্কার মনে আছে।

ব্রহ্মার কাছে নালিশ জানাতে, প্রতিকার চাইতে এবং ব্রহ্মার কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে দলে দলে লোক আসছে। প্রথম ব্যক্তি ব্রহ্মার কাছে জানালো যে, তার ছেলের নামে একটি মামলা চলছে। এই মামলায় যাতে তার ছেলের হার না হয় ব্রহ্মা যেন সে ব্যবস্থা করেন। জবাবে ব্রহ্মা বললেন, তাই হবে। এর পর এলো সেই ব্যক্তিটি, যে প্রথম ব্যক্তির ছেলের নামে মামলা করেছে। এ ব্যক্তিও মামলায় জয়ী হওয়ার জন্যে ব্রহ্মার কৃপা প্রার্থনা করলো। ব্রহ্মাও 'তাই হবে' বলে জবাব দিলেন। এমনি করে অনেক অনেক লোকে কৃপা প্রার্থনা করে ব্রহ্মার মুখনিসৃত 'তাই হবে' জবাব নিয়ে খুশী মনে ঘরে ফিরে গেল।

সবাই চলে যাওয়ার পর ব্রহ্মা তাঁর অনুচরকে ডেকে বললেন, আমাকে খানিকটা খাঁটি সরিষার তেল এনে দাও। তেল এলো। সেই খাঁটি সরিষার তেল নাকে দিয়ে ব্রহ্মা গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর সে ঘুম আজো নাকি ভাঙ্গেনি।

এই গল্পটা মনে পড়ে গেল একটি খবর পড়ে। খবরটি বহু আলোচিত, বহু বিতর্কিত কৃষি অনুষদ সম্পর্কিত। উক্ত খবরে বলা হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান সম্প্রতি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করতে গিয়ে সেখানে ছাত্র, শিক্ষক, অফিসার ও কর্মচারী পরিষদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনাকালে বলেছেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি অনুষদ খোলার ব্যাপারে এখনও সরকারী অনুমোদন লাভ করেনি। এ ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বাস্তবমুখী উচ্চতর কৃষি শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা, বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা এবং কৃষি সম্প্রসারণের উপযুক্ত উপকরণাদির ব্যবস্থা করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। জনাব শাহ আজিজ আরও বলেছেন যে, বিগত দিনের পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে যে, দেশের চারটি বিভাগের মধ্যে কেবলমাত্র ঢাকা বিভাগের ছেলেরাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কৃষি শিক্ষার সুযোগ লাভ করে আসছে। তাই ঢাকা বিভাগে কৃষি অনুষদ খোলার চেয়ে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের, বিশেষ করে খুলনা এবং রাজশাহী বিভাগে কৃষি শিক্ষার সম্প্রসারণ করা দরকার। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, কৃষি শিক্ষার সম্প্রসারণ করতে হলে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশ নিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের এই বক্তব্য পাঠ করার সাথে সাথেই আমার বনফুলের গল্পটির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য পড়ার সাথে সাথে অনেক কথাই মনে পড়ে গেল। এ যেন সেই প্রবাদবাক্যের প্রতিফলন: সর্প হয়ে দংশনের পর ওঝা হয়ে ঝাড়ার মত।

কৃষি অনুষদ নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে এক অবর্ণনীয় রেষারেষী চলে আসছে। ঢাকার ছাত্ররা দাবী করছেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ খুলতে হবে। তাঁরা ধর্মঘট, ক্লাস বর্জন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ঢাকার ছাত্রদের দাবীর মুখে প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছুদিন আগে বলেছিলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ খোলা হবে। অন্যদিকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই দাবীর প্রতিবাদে সভা, সমাবেশ, ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁরা ঢাকায় এসেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখোমুখি হন। তাঁরা নাকি প্রধানমন্ত্রীকে ঘেরাও-ও করেছিলেন বলে খবরের কাগজে বলা হয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সফর করেন এবং বলেন যে, এ ব্যাপারে এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।

কিন্তু ময়মনসিংহে তিনি যা বললেন, তা তাঁর পূর্ববর্তী বক্তব্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। প্রধানমন্ত্রী একজন ফেলনা লোক নন। তাঁর কথাকেও বাজে কথা বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু তিনি যখন ঢাকায় বলেন, কৃষি অনুষদ খোলা হবে এবং কিছুদিন পর ময়মনসিংহে গিয়ে আবার উল্টোটা বলেন, তখন এসব বক্তব্য নিয়ে একটু ভাবনায় পড়তে হয় না কি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ খোলা হবে, কি হবে না, এটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এমনকি, এ দাবীর পক্ষে এবং বিপক্ষেও আমরা নাক গলাতে চাই না। কৃষি-শিক্ষা সম্পর্কে যাঁরা বিশেষজ্ঞ, কেবলমাত্র তাঁদের সাথে আলোচনা করেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়েরও দায়িত্বে নিযুক্ত, তিনি কেমন করে এ ধরনের কথা বলতে পারেন? উভয়পক্ষকে খুশী করার জন্যই কি তিনি দুই জায়গায় দুই ধরনের কথা বলেছেন? যদি তাই হয়, তবে দেশের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা কোন খাতে বইবে?

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে পড়ে গেল। বেশ কিছুদিন আগে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সারাদেশে তুমুল বিতর্কের সূত্রপাত হয়। মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত সন্তোষ 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' সম্পর্কে যখন নানা ধরনের কথাবার্তা, গুজব ও জল্পনা-কল্পনা চলছে, তখন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি সন্তোষে ঘোষণা করেছিলেন যে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সন্তোষেই প্রতিষ্ঠিত হবে। এর কিছুদিন পরই প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান ঘোষণা করলেন যে, কুষ্টিয়া-যশোর জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি অবশ্য এটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি। ঘোষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করে ফেললেন।

এবার অবস্থাটা একটু বুঝুন সবাই। কথা ও কাজে যেখানে কোন মিল নেই,

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

যেখানে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা সামঞ্জস্য না রেখেই কথা বলেন, সেখানে সরকারের প্রতি জনগণের বা সাধারণ মানুষের আস্থা কেমন করে বাড়বে?

আজকাল প্রায়ই ক্ষমতাসীন মহল থেকেও ঐক্যের আহ্বান জানানো হচ্ছে। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সমৃদ্ধির জন্য এবং সর্বোপরি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জোর তাগিদ দিয়ে বলা হচ্ছে যে, ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ না করলে উন্নতি সম্ভব নয়। কিন্তু যেখানে খোদ কর্তাব্যক্তিরাই ভিন্ন কথা বলেন এবং ভিন্ন কাজ করেন, সেখানে এই ঐক্যের আহ্বানকে কি অসার মনে হয় না? সবাইকে এ সাথে খুশী করা যায় না। একথাটা আমরা যেমন জানি ঠিক তেমনি জানেন ক্ষমতাসীন মহলও। এটা জানা সত্ত্বেও কেমন করে তাঁরা এক এক জায়গায় এক এক রকমের কথা বলেন?

ঢাকার ছাত্রদের দাবী, বিক্ষোভ ও চাপের মুখে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ হবে। তাঁর কথায় ছাত্ররা আশ্বস্ত হয়েছিলেন। কারণ, জনাব আজিজ একাধারে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ থাকতে পারে না। আবার তিনিই যখন ময়মনসিংহে ঘোষণা করেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ খোলার কোন সম্ভাবনা নেই, তখন ঢাকার

ছাত্রদের প্রতিক্রিয়া কি হবে? প্রধানমন্ত্রীর পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের দায়িত্বও লাভ করেছেন। এই পদে আসীন যেকোন ব্যক্তির মুখ থেকে যেকোন কথাই বেরুক না কেন, লোকে এটাকে দায়িত্বশীল বক্তব্য বলেই ধরে নেবে। কিন্তু সান্ধ্য আকাশের মত ক্ষণেক্ষণে রং পাল্টালে বা সুর বদলালে মানুষ যেকোন খাঁটি সত্য কথাকেও অবিশ্বাস করতে শুরু করবে।

কর্তৃপক্ষীয় মহল থেকে এ ধরনের ক্ষণস্থায়ী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলে কিম্বা সিদ্ধান্তহীনতা চলতে থাকলে জনগণের আস্থাও অনাস্থায় পরিণত হয়। চোরকে চুরি করতে বলা আর গৃহস্থকে জেগে থাকতে বলার নীতি গ্রহণ করা কোনকালেই কাজে লাগেনি। অতীতে এ ধরনের অনেক ঘটনাই এদেশে ঘটেছে। এসব থেকে কেউই শিক্ষা নেয়নি।

সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হলে মানুষ অনেক কিছুই বলে বা করে থাকে। ব্রহ্মার পক্ষে কাউকে বিমুখ করা হয়তো সম্ভব হয়নি। তাই তিনি সবাইকে তাদের মনোবাসনা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এটা অবশ্য একটা গল্প। গল্প অনেক ক্ষেত্রেই কাল্পনিক হয়। কিন্তু হালের ব্রহ্মারাও যদি সবাইকে তুষ্ট করার জন্য একই পথ অনুসরণ করেন, তবে অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? গল্পের ব্রহ্মা খাঁটি সরিষার তেল নাকে দিয়ে প্রদত্ত ওয়াদা পূরণের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। কিন্তু হালের ব্রহ্মারা কি করবেন? খাঁটি সরিষার তেল যে এখন দুর্লভ!